জন্ম নিবন্ধনকরণ প্রক্রিয়া

- নতুন জন্ম নিবন্ধন আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য গুলো ডকুমেন্টসহ সংগ্রহে রাখুন। জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তিন (০৩) টি ঠিকানা “জন্ম স্থান, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা” এর ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট এর নাম, ওয়ার্ড নং, ডাকঘর, গ্রাম/পাড়া/মহল্লা, বাসা ও সড়ক এর নাম ও নম্বর প্রয়োজন হবে। সবগুলো তথ্য এর নাম ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় বানান সঠিক ভাবে লিখতে হবে।
- জমজ বাচ্চার ক্ষেত্রে, দুটি বাচ্চার জন্ম নিবন্ধনের আবেদন একই সাথে পর পর করুন এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন করুন।
- ২০১৩ সালের পর জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন আবশ্যিক। ২০১৩ সালের পূর্বে জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন আবশ্যিক নহে।
- ফরম পূরণ করার সময় কোন ডট (.), হাইপেন (-), কোলন (:) ব্যবহার করিবেন না (যেমন MD. না দিয়ে শুধু MD দিন। MD এরপর স্পেস দিয়ে সম্পূর্ণ নাম লিখতে পারবেন)। ধীরে ধীরে দেশ, বিভাগ হতে বাসা ও সড়ক (নাম ও নম্বর) দিয়ে ফরমটি পূরণ করুন। সংযুক্তি হিসেবে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট(জন্ম তারিখ, জন্ম স্থান এবং স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণক) আপলোড করতে হবে।
- আবেদন সফলভাবে শেষ হলে আবেদন কপি এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কপোরেশন অফিসে যোগাযোগ করুন।

নতুন জন্ম নিবন্ধন এর জন্য https://bdris.gov.bd প্রবেশ করুন। ওয়েব ব্রাজারে bdris.gov.bd লেখার পর এন্টার দিলে নিচের মত একটি হোমপেজ পাওয়া যাবে।

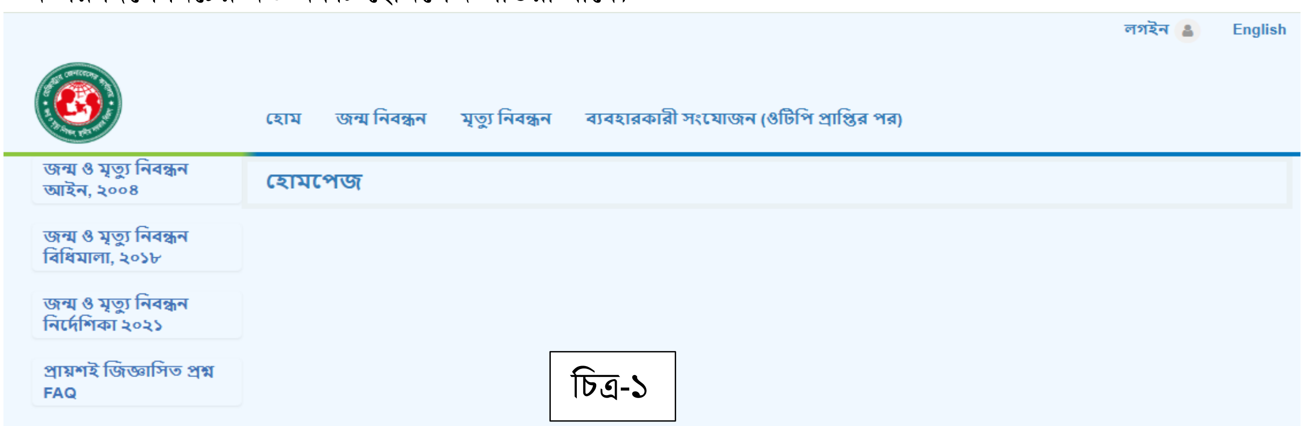

চিত্র-১

উপরের হোমপেজের “জন্ম নিবন্ধন” বাটনে ক্লিক করলে নিচের পেজটি পাওয়া যাবে (চিত্র-২)। এই পেজে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বাটন পাওয়া যাবে। ব্যক্তির নতুন জন্ম নিবন্ধন আবেদন করার জন্য “জন্ম নিবন্ধন আবেদন” বাটনে ক্লিক করুন।

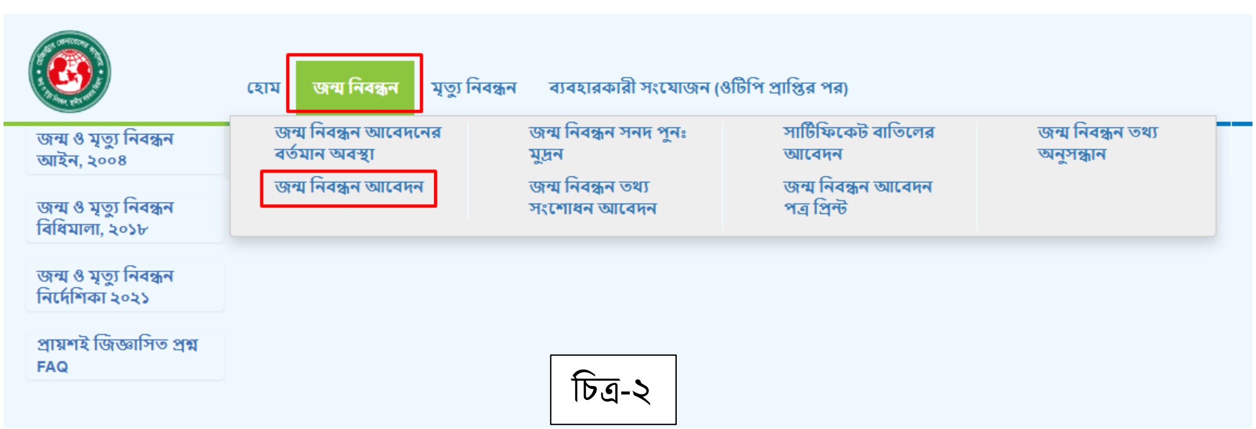

চিত্র-২

“জন্ম নিবন্ধন আবেদন” বাটনে ক্লিক করার পর নিচের পেজটি পাওয়া যাবে (চিত্র-৩)। কোন ব্যক্তি জন্ম স্থান এবং স্থায়ী ঠিকানা থেকে জন্ম সনদ গ্রহণ বা সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে ব্যক্তি কোন ঠিকানা থেকে জন্ম সনদ গ্রহণ বা সংগ্রহ করতে চায় তা সিলেক্ট করতে হবে (সর্বদায় স্থায়ী ঠিকানা থেকে জন্ম সনদ গ্রহণ বা সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। তবে বিদেশে জন্মগ্রহণকারী শিশু তার নিকটস্থ দূতাবাস হতে জন্ম সনদ গ্রহণ বা সংগ্রহ করবেন)। সিলেক্ট করার পর “পরবর্তী” বাটনে ক্লিক করুন।

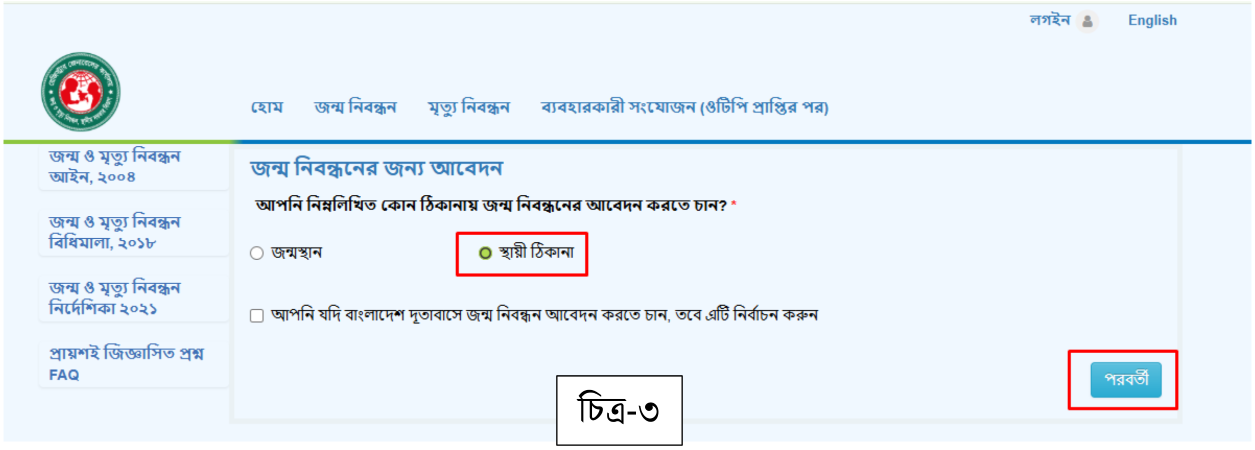

চিত্র-৩

“পরবর্তী” বাটনে ক্লিক করলে নিচে মত একটি পেজ পাওয়া যাবে (চিত্র-৪)। এখানে ব্যক্তির তথ্যসমূহ সঠিকভাবে ধাপে ধাপে পূরণ করতে হবে। তথ্যসমূহ প্রদান করার সময় শর্তকতার সাথে পূরণ করুন। এখানে জন্ম তারিখ দেওয়ার পর একটি বার্তা পাওয়া যাবে। বার্তাটি নিচের পেজে দেওয়া আছে (চিত্র-৫)। ধাপে ধাপে ফরমটি পূরণ করার পর “পরবর্তী” বাটনে ক্লিক করুন।

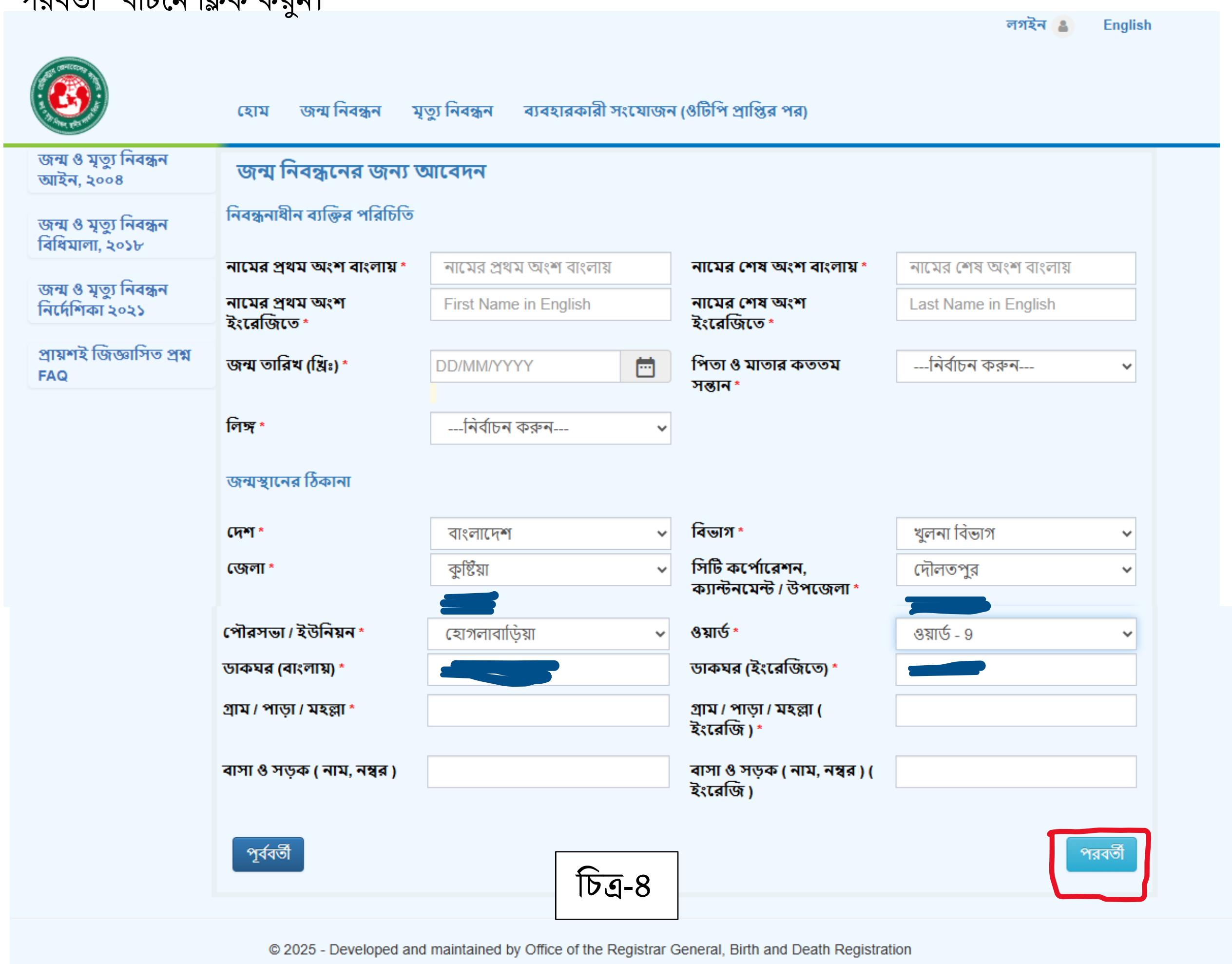

চিত্র-৪

জন্ম তথ্য প্রদান করার সময় উপরে জন্ম তারিখের ঘর পূরণ করার সময় নিচের মত একটি বার্তা পাওয়া যাবে। নিচের তথ্য গুলো ভালো ভাবে পড়ুন। এরপর **“আমার কাছে এই ডকুমেন্টগুলি আছে”** এই বাটনে ক্লিক করুন।

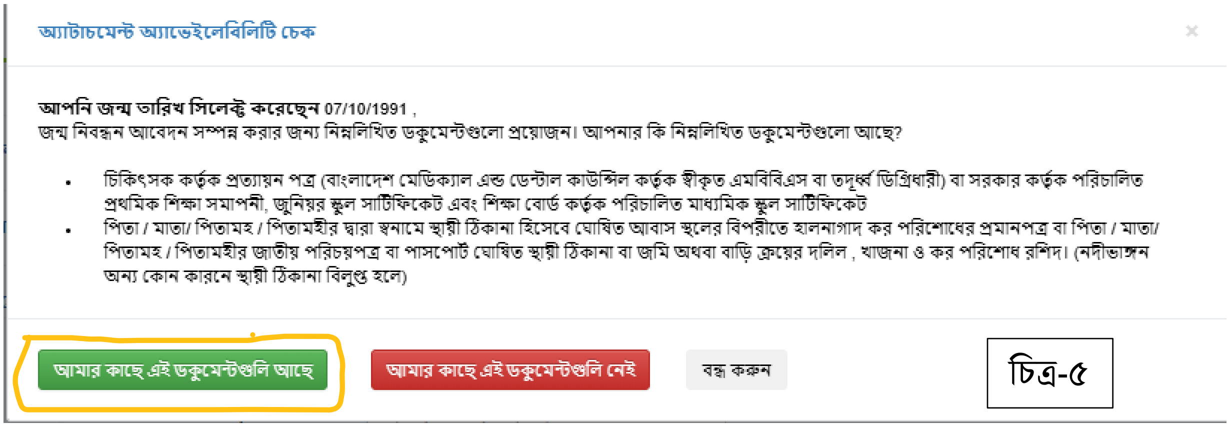

চিত্র-৫

উপরের **“পরবর্তী”** বাটনে ক্লিক করার পর নিচের পেজটি পাওয়া যাবে (চিত্র-৬)। এখানে ব্যক্তির পিতা ও মাতার তথ্য প্রদান করতে হবে। এখানে ২০১৩ সালের পর জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন আবশ্যিক। ২০১৩ সালের পূর্বে জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন আবশ্যিক নহে। ২০১৩ সালের পর জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর ও জন্ম তারিখ প্রদান করতে হবে। এরপর পিতা ও মাতার নাম বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় সঠিকভাবে লিখতে হবে। পিতা ও মাতার নামের বানান অনলাইন জন্ম নিবন্ধনে যেভাবে আছে ঠিক একইভাবে এখানে লিখতে হবে। এরপর Verify বাটনে ক্লিক করতে হবে। ২০১৩ সালের পূর্বে জন্ম হলে তাদের ক্ষেত্রে তার পিতা-মাতার নাম বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় টাইপ করে সঠিকভাবে লিখতে হবে। পিতা ও মাতার নাম ও জাতীয়তা প্রদানের পর **“পরবর্তী”** বাটনে ক্লিক করুন।

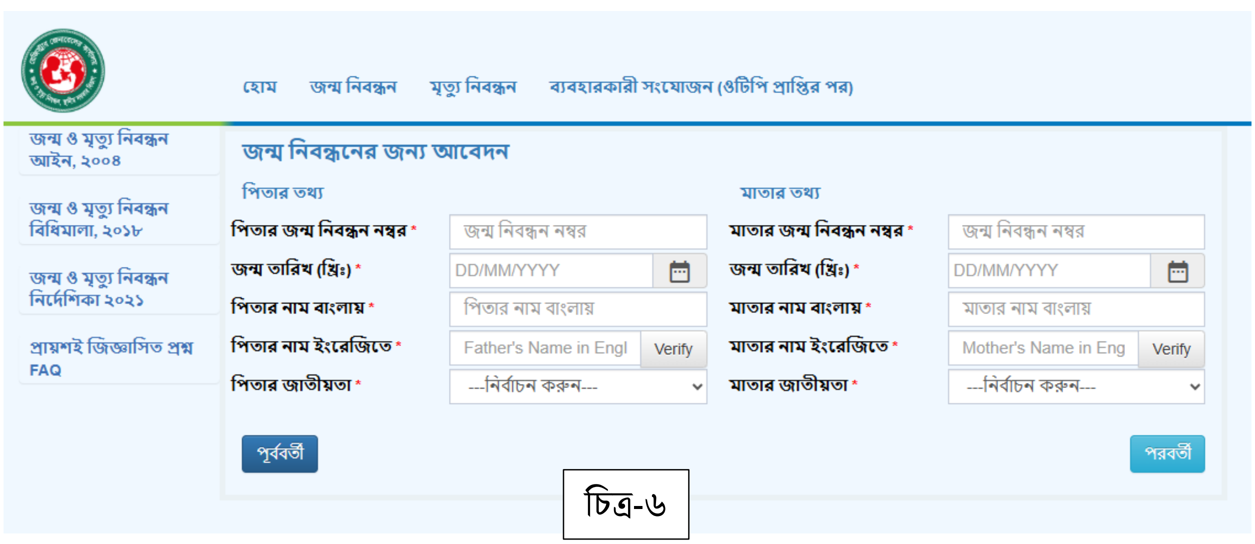

চিত্র-৬

"পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করার পর নিচের মত একটি পেজ পাওয়া যাবে(চিত্র-৭)। এখানে ব্যক্তির স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা প্রদান করতে হবে। যদি ব্যক্তির জন্ম স্থান এবং স্থায়ী ঠিকানা একই হয় তাহলে চিত্রে লাল চিহ্নিত ঘরে টিক দিলেই অটোমেটিক পূরণ হয়ে যাবে। আর যদি ব্যক্তির জন্ম স্থান এবং স্থায়ী ঠিকানা একই না হয়, তাহলে ব্যক্তির স্থায়ী ঠিকানার তথ্যসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। ঠিক অনুরূপভাবে বর্তমান ঠিকানা পূরণ করতে হবে। স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানা সঠিকভাবে পূরণ করা হলে "পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করুন।

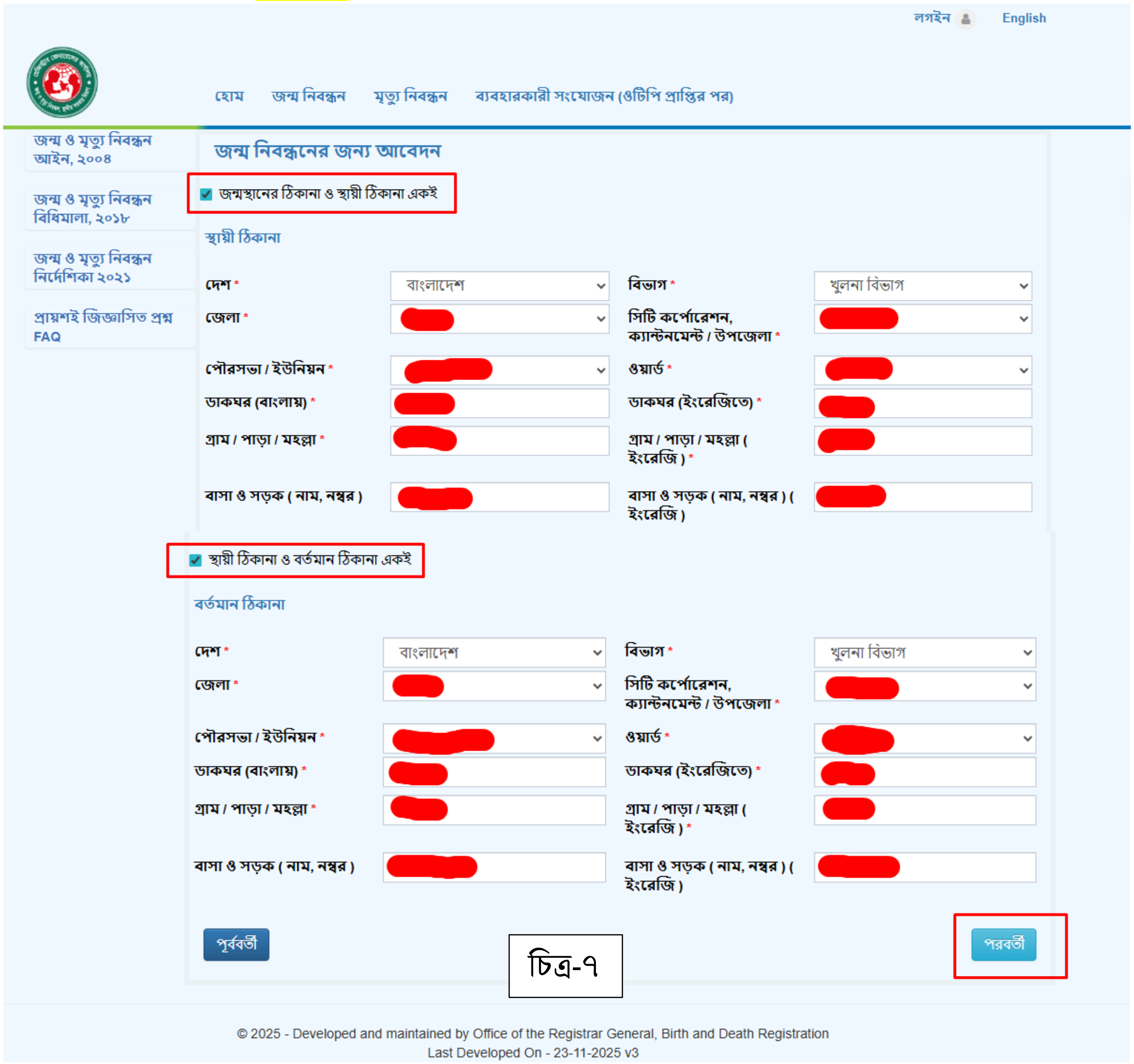

চিত্র-৭

"পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করার পর নিচের মত একটি পেজ পাওয়া যাবে (চিত্র-৮)। এখানে ব্যক্তি নিজে আবেদন করলে "নিজ" ঘর সিলেক্ট করবে। আর যদি অন্য ব্যক্তি আবেদনকারী হয় তাহলে "অন্যান্য" ঘর সিলেক্ট করবে। এক্ষেত্রে "অন্যান্য" ঘর সিলেক্ট করার পর আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধন নম্বর প্রয়োজন হবে। এরপর নিচের দিকে লাল চিহ্নিত ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। এখানে ঘোষণা করতে হবে যে, উপরের দেওয়া সকল তথ্য সঠিক এবং আমার কোন জন্ম নিবন্ধন পূর্বে করা নাই। এরপর জন্ম নিবন্ধনের জন্য উপরের দেওয়া সকল তথ্যের সাপোটিং ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে। এখানে সার্পোটিং ডকুমেন্ট হিসেবে জন্ম তারিখ, জন্ম স্থান এবং স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে । সংযোজন অপশন হতে ২ মেগাবাইট এর নিচে এমন ইমেজ ফাইল সংযুক্তি হিসেবে দিতে হবে। এরপর "পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করুন।

চিত্র-৮

"পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করার পর নিচের মত একটি পেজ পাওয়া যাবে (চিত্র-৯)। এখানে ব্যক্তির পূরণকৃত সকল তথ্য দেখা যাবে। ব্যক্তির সকল তথ্যসমূহ ভালোমত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তথ্যসমূহের মধ্যে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে "পূর্ববর্তী" বাটনে ক্লিক করে যে তথ্যটি ভুল আছে সেই তথ্যটি সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। সঠিকভাবে তথ্যসমূহ পূরণ করার পর "পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করে পুনরাই ব্যক্তির সকল তথ্যসমূহ ভালোমত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এরপর "ইমেইল" এবং "ফোন নম্বর" এর ঘরে ইমেইল এবং মোবাইল নম্বর দিতে হবে। এক্ষেত্রে দূতাবাসমূহে আবেদনের জন্য ইমেইল ব্যবহার করতে হবে এবং বাংলাদেশের মধ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। "ওটিপি পাঠান" বাটনে ক্লিক করলে দূতাবাসের ক্ষেত্রে ব্যবহারকৃত ইমেইলে ওটিপি যাবে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যবহারকৃত মোবাইল নম্বরে ওটিপি যাবে। ওটিপি সঠিকভাবে দেওয়ার পর "সাবমিট" বাটনে ক্লিক করুন।

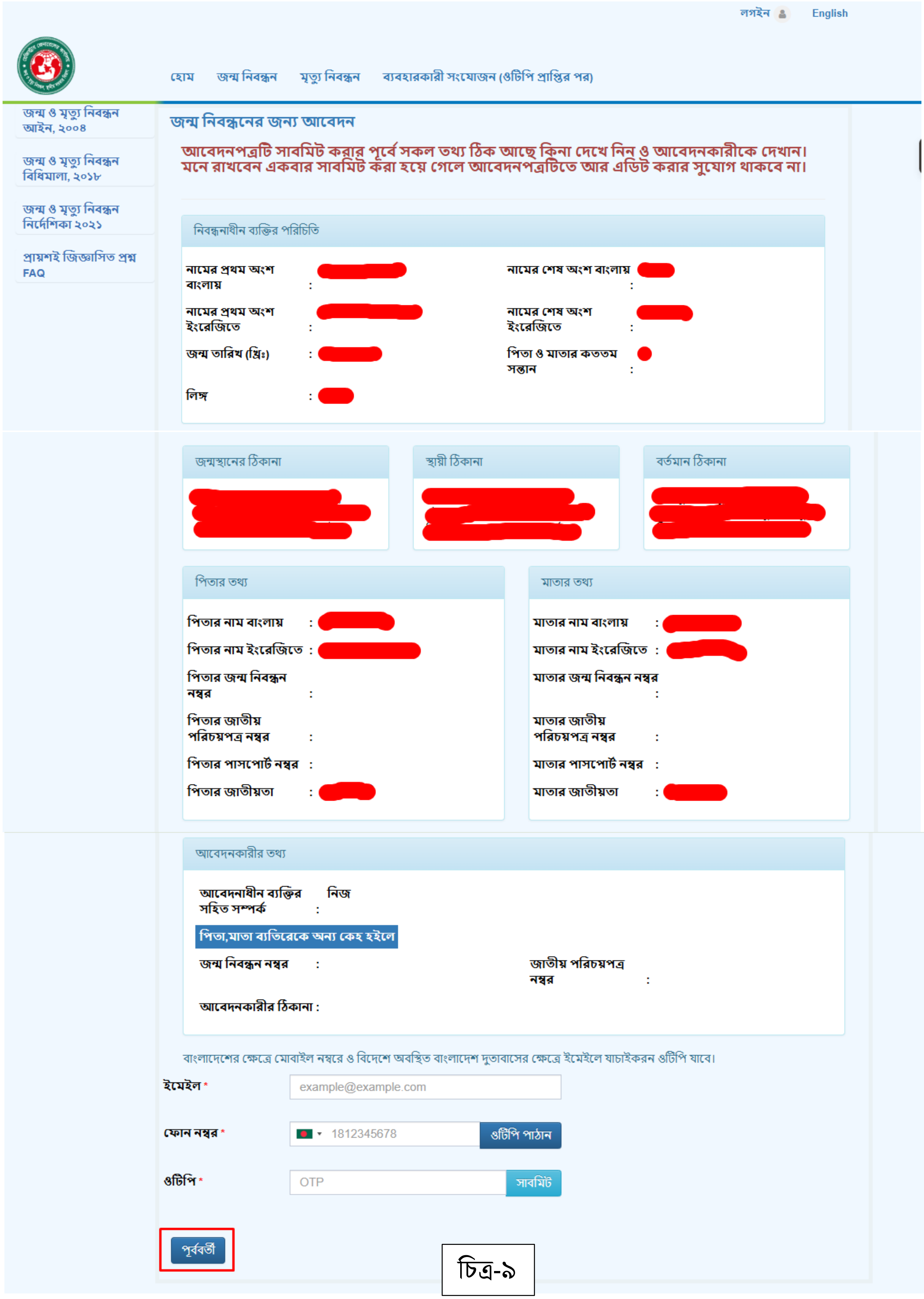

লগইন
English
হোম
জন্ম নিবন্ধন
মৃত্যু নিবন্ধন
ব্যবহারকারী সংযোজন (ওটিপি প্রাপ্তির পর)
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২১
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন FAQ
জন্ম নিবন্ধনের জন্য আবেদন
আবেদনপত্রটি সাবমিট করার পূর্বে সকল তথ্য ঠিক আছে কিনা দেখে নিন ও আবেদনকারীকে দেখান।
মনে রাখবেন একবার সাবমিট করা হয়ে গেলে আবেদনপত্রটিতে আর এডিট করার সুযোগ থাকবে না।
নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির পরিচিতি
নামের প্রথম অংশ বাংলায় : [redacted]
নামের শেষ অংশ বাংলায় : [redacted]
নামের প্রথম অংশ ইংরেজিতে : [redacted]
নামের শেষ অংশ ইংরেজিতে : [redacted]
জন্ম তারিখ (খ্রিঃ) : [redacted]
পিতা ও মাতার কততম সন্তান : [redacted]
লিঙ্গ : [redacted]
জন্মস্থানের ঠিকানা
[redacted]
স্থায়ী ঠিকানা
[redacted]
বর্তমান ঠিকানা
[redacted]
পিতার তথ্য
পিতার নাম বাংলায় : [redacted]
পিতার নাম ইংরেজিতে : [redacted]
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর :
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
পিতার পাসপোর্ট নম্বর :
পিতার জাতীয়তা : [redacted]
মাতার তথ্য
মাতার নাম বাংলায় : [redacted]
মাতার নাম ইংরেজিতে : [redacted]
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর :
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
মাতার পাসপোর্ট নম্বর :
মাতার জাতীয়তা : [redacted]
আবেদনকারীর তথ্য
আবেদনাধীন ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক : নিজ
পিতা,মাতা ব্যতিরেকে অন্য কেহ হইলে
জন্ম নিবন্ধন নম্বর :
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
আবেদনকারীর ঠিকানা :
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বরে ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাসের ক্ষেত্রে ইমেইলে যাচাইকরন ওটিপি যাবে।
ইমেইল *
example@example.com
ফোন নম্বর *
1812345678
ওটিপি পাঠান
ওটিপি *
OTP
সাবমিট
পূর্ববর্তী

চিত্র-৯

“সাবমিট” বাটনে ক্লিক করার পর ব্যক্তির আবেদন সফল ভাবে সাবমিট করা হয়েছে মর্মে একটি বার্তা দেখা যাবে (চিত্র-১০)। এখানে ব্যক্তির আবেদন পত্র নম্বর দেখা যাবে। এই আবেদন পত্র নম্বর ব্যক্তির ব্যবহারকৃত মোবাইল এবং ইমেলে বার্তায় যাবে। আবেদন পত্র, সকল সংযুক্তি এর ফটোকপিসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কার্যালয়ে (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট) যোগাযোগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কার্যালয়ের নিবন্ধন সহকারী এবং নিবন্ধক কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সকল তথ্য সঠিক থাকলে নিবন্ধন সহকারী একটি জন্ম সনদ প্রদান করবেন।

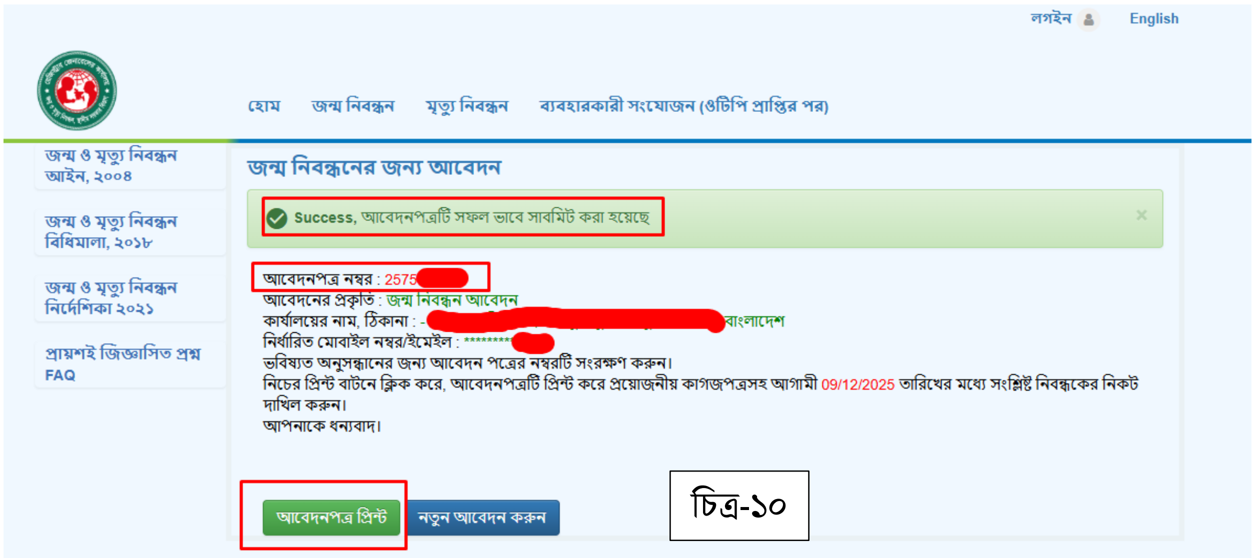

চিত্র-১০